Swami Vivekananda

⊛ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন ও শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করো।

⇒ 1863 সালে উত্তর কলিকাতার সিমলা পল্লীর বিখ্যাত দত্ত পরিবারে বিবেকানন্দের জন্ম হয়। দত্ত পরিবারের বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর দুরন্ত সন্তান নরেন। মেট্রোপলিটন স্কুল ও জেনারেল অ্যাসেম্বলিস কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত। শ্রী রামকৃষ্ণের স্পর্শে নরেন্দ্র বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দে পরিণত হলেন, তিনি ভারতীয় দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ, হিমালয়ে সাধনা, পরিব্রাজকরূপে সমগ্র ভারত ভ্রমন, অজ্ঞ-দরিদ্র-আত্মজ্ঞানহীন-বাধাবিচ্ছিন্ন ভারতবাসীকে একই মন্ত্রে দীক্ষাদান ভারত সাধনার উজ্জ্বল দিক। তাই পাশ্চাত্য দার্শনিক রোমাঁরোলাও বলেছিলেন, "কত বছর হল তিনি চলে গেছেন, তবু এখনও যখন তার বানী পড়ি তখন যেন মনে হয় দেহের ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি চালিয়ে দিচ্ছে।" তাঁর সবকিছুই রাজকীয়। পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকায় অনেক সময় 'King Vivekananda' বলে তাঁকে অভিহিত করত, সাহিত্যিকগন আরো লিখেছেন, তাকে বহু জনের মধ্যে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় ভাবতে পারি না।

দর্শনের ছাত্র ছিলেন বিবেকানন্দ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সর্বোচ্চ চূড়ায় বসে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, এ সবের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি? দর্শন কি শুধুই নিভৃত চিন্তার ফসল? বাকবিতন্ডা বা কেন্দ্রীকতা তাত্ত্বিক বিষয়, তাই তিনি বহু শতাব্দীর উর্দ্ধে থেকে নিয়ে এলেন বেদান্তের সাম্যের বানী, তাই তিনি বলেছিলেন "ব্রহ্মময় জগৎ ও সকল জীবও ব্রহ্মময়।" স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের জগৎ থেকে নিয়ে এলেন শ্রেনীহীন, বর্নহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার বানী।

শিক্ষাদর্শন :- স্বামীজি ভাববাদী দার্শনিক ছিলেন। তিনি শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন — "Education is the manifestation of Perfection already in man." তিনি বলতে চেয়েছেন, জ্ঞান মানুষের অন্তরের জিনিস, তাকে বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয় না। বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত জ্ঞান মানুষের মনে সঞ্চিত থাকে। মানুষের উপরের আবরন সরিয়ে দিতে পারলে আমাদের আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়। শিক্ষা হল অন্তরের প্রকাশ, বাইরের প্রচেষ্টা নয়।

শিক্ষা হল আভ্যন্তরীন মহত্ত্বের প্রকাশ। বিবেকানন্দের এই মন্তব্যকে বিশ্লেষন করলে দুটি দিক প্রকাশিত হয়। একটি হল মহত্ব এবং অপরটি হল প্রকাশ। এখানে মহত্ব বলতে ব্যক্তির নিজস্ব গুনাবলীর কথা বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বিকাশ লাভ করে, এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পক্ষপাতি ছিলেন।

Scanned with CamScanner

'manifestation' বা প্রকাশ শব্দটি বিশ্লেষণ করলে আমরা ভিন্ন জিনিস পাই, মানুষের মধ্যে অন্তরনিহিত শক্তি যতই থাকুক তা প্রকাশিত না হলে মূল্যহীন হয়, ব্যক্তির এই অন্তরনিহিত মহত্ত্বের প্রকাশের আদর্শ স্থান হল মনুষ্য সমাজ, অর্থাৎ স্বামীজি সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে গ্রহণ করেছেন, সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শনের মধ্যে আমরা ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের স্বার্থক সমন্বয় দেখতে পাই।

শিক্ষার লক্ষ্য :— শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি আধুনিক চেতনার সাথে সমাজ চেতনার সমন্বয় সাধন করেছেন।

(i) আধ্যাত্মিক চেতনার ক্ষেত্রে তিনি মানুষকে আত্মবিশ্বাসী হতে বলেছেন। এখান থেকেই আসবে আত্মোপলব্ধি, যা মানুষকে মহত্ত্বের চরম শিখায় পৌঁছে দেবে।

(ii) বিবেকানন্দ বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন করা ("The aim of education is charecter building".)

(iii) স্বামী বিবেকানন্দ মনুষ্যত্বের শিক্ষার কথা বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য শুধু কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করা নয়, ব্যক্তির অন্তরনিহিত শক্তিকে যথার্থ সামাজিক পথে পরিচালিত করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

(iv) সর্বোপরি শিক্ষার লক্ষ্য হবে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠন, তিনি শিক্ষার্থীদের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি বিকাশের কথা বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, নান্দনিক ও বৌদ্ধিক দিকগুলির বিকাশ সাধন।

(v) শিক্ষার অপর একটি অন্যতম লক্ষ্য হবে দেশপ্রেম তথা মানবপ্রেম।

শিক্ষার পাঠ্যক্রম :— স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার, তিনি সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলেছেন।

(i) আধ্যাত্মিক বিকাশের গুরুত্ব দিয়ে সার্বজনীন শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার প্রবর্তনের কথা বলেছেন।

(ii) মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দিয়ে মাতৃভাষার চর্চার কথা বলেছেন। ভারতীয় চিন্তাধারার অধিকাংশ এসব সংস্কৃত ভাষায় থাকায় তিনি সংস্কৃত চর্চার ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমে রাখার কথা বলেছেন।

(iii) তিনি বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের মাধ্যমের মানুষের জীবনের কর্মদক্ষতা বাড়ানো যায়, তাই পাঠ্যক্রমে তিনি বিজ্ঞানকে অতিপ্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে বিবেচনা করেছেন, তাছাড়াও তিনি ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্যের মতো বিষয় পাঠেও পক্ষপাতী ছিলেন।

(iv) তিনি নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তিনি নারী শিক্ষার জন্য যে পাঠ্যক্রম রচনা করেন তাতে আছে ইতিহাস, পুরাণ, গার্হস্থ্য, বিজ্ঞান, হস্তশিল্প, চারুশিল্প, বিজ্ঞান, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

Scanned with CamScanner

তিনি তার পাঠ্যক্রমের দ্বারা ভারতীয়দের একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রানিত করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য দেশের কর্মক্ষমতার সমান অধিকারী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি সংকীর্ণ ধর্মীয় শিক্ষার কথা বলেননি। তিনি খেলাধূলা, শারীরশিক্ষণ চর্চার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

শিক্ষাপদ্ধতি:-

(i) শিশুকে কোনোকিছু জোর করে শেখানো যায় না, শিশু নিজের নিয়মেই বিকাশলাভ করবে, অর্থাৎ বিবেকানন্দ শিক্ষণের পদ্ধতি হিসাবে স্বয়ং শিখন পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

(ii) দ্বিতীয় পদ্ধতি হল মনের কেন্দ্রীকরন, যোগদর্শনের ন্যায় মনকে কেন্দ্রীভূত করে কোনো বস্তুর উপর প্রয়োগ করতে পারলেই তাকে লাভ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - মনকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য ব্রহ্মকে পালন আবশ্যক। ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে জৈবিক শক্তি আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মনকে কেন্দ্রীকরনের জন্য উপযুক্ত শক্তি এখান থেকেই পাওয়া যায়, সুতরাং কেন্দ্রীকরন ~~একটি~~ শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় কৌশল।

(iii) তিনি আত্মবিশ্বাসের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মনকে কেন্দ্রীভূত করে আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষাই হল শিক্ষার মূল পদ্ধতি। তিনি শিক্ষণদানের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগের কথা বলেছেন।

(iv) সর্বোপরি তিনি ধ্যানকে উন্নত প্রকৃতির পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করেছেন, কারন - মনকে কেন্দ্রীকরন না করতে পারলে Meditation (ধ্যান) সম্ভব হয় না।

শিক্ষালয় ও শিক্ষক:- স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতীয় তপোবনীয় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছেন গুরুগৃহে বাস করে গুরুর আদর্শ জীবন দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত হবে। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাব শিশুর সবকিছু সংকীর্ণতাকে দূর করবে, তিনি শিক্ষকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়াও বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, কারন - তিনি মনে করতেন মাতৃজাতির উন্নতি করতে পারলে সমগ্র ভারতবাসীর উন্নতি করা সম্ভব হবে।

Scanned with CamScanner

আলোচনা :— বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা তাঁর বলিষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতীক, বিবেকানন্দের দর্শন, শিক্ষাচিন্তা বর্তমান শিক্ষার আলোকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর দর্শন কতখানি প্রভাবিত তা বিচার্যের বিষয়, এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় পরাধীনতার যুগে স্বামী বিবেকানন্দ বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস নিয়ে জাতিকে একটি শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ তাঁর সমস্ত শিক্ষাচিন্তার প্রেরণা যুগিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন "দেশবাসী আমাদের প্রাচীন উপাস্য দেবতা, তাদের পূজাই আমাদের সর্বপ্রধান কাজ," তিনি জনশিক্ষা ও নারীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার প্রভৃতিকে নির্বাসন দিয়ে এবং প্রাচীন গুরুগৃহের আদর্শে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন করতে চেয়েছিলেন,

Q. Discuss the fundamental ideas of Gandhian Philosophy of Education. (গান্ধিজির শিক্ষাদর্শনের মূলনীতিগুলি আলোচনা করুন।)

Ans. সত্য (Truth) এবং অহিংসার (Non-violence) আদর্শকে পাথেয় করে গান্ধিজি গড়তে চেয়েছিলেন শ্রেণিহীন, শোষণহীন বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ। গান্ধিজি এর নাম দিয়েছিলেন রামরাজ্য। গান্ধিজি মনে করতেন, সত্য ও অহিংসা ছাড়া মানবজাতি ও সভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকালে গান্ধিজি তাঁর শিক্ষাভাবনা 6 থেকে 16 বছর বয়সি শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ করেছিলেন। সেখানে শিক্ষার্থীরা 8 ঘণ্টা বৃত্তিমূলক কাজ এবং 2 ঘণ্টা পড়াশোনা করত। কাজের দ্বারা শিক্ষা এবং সহযোগিতাভিত্তিক এই শিক্ষা পদ্ধতিকে সেখানে আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নিয়েছিল শিক্ষার্থীরা। 1914 খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসার পর গান্ধিজি তাঁর শিক্ষাভাবনা এদেশেও প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

1937 খ্রিস্টাব্দে ভারতের সাতটি প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের পর জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের তাগিদ দেখা গেলেও আর্থিক সমস্যার কারণে যখন প্রায় কিছুই করা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন মহাত্মা গান্ধির বুনিয়াদি শিক্ষাভাবনা 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সংহত রূপ নিয়ে তখন আত্মপ্রকাশ করে গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

বুনিয়াদি শিক্ষা ঃ বুনিয়াদি শিক্ষা হল ভবিষ্যৎ স্বনির্ভর স্বাবলম্বী জীবন গঠনের শিক্ষা। এই শিক্ষা সুস্থ সুন্দর শ্রেণিহীন সমাজ গঠনেরও ইঙ্গিত বহন করে। বুনিয়াদি শিক্ষার চরিত্র হল বিভিন্ন কাজের তথা হস্তশিল্পের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ। ভারতবর্ষের গ্রামীণ ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যেই গান্ধিজি এই নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

গান্ধিজির শিক্ষার লক্ষ্য ঃ গান্ধিজির মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক চরিত্র-শক্তির বিকাশ। শিক্ষা হল তাঁর কাছে ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রক্রিয়া। আত্মোপলব্ধিকেই সমস্ত শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে গান্ধিজি মনে করেছেন।

পাঠ্যক্রম ঃ গান্ধিজি জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষার কথা বলেছেন। সেই কারণে তাঁর পাঠ্যক্রম-ভাবনার মূলেও রয়েছে জীবনকেন্দ্রিকতা। তিনি পাঠ্যক্রমে এমন সব বিষয় গ্রহণের কথা বলেছেন যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর ব্যাবহারিক-সামাজিক জীবনের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন—ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, মাতৃভাষা ইত্যাদি। গান্ধিজি পাঠ্যক্রমে সুতো কাটা, তাঁত বোনা, কৃষিকাজ ইত্যাদি কাজের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ ছাড়া চিত্রাঙ্কন, সংগীতচর্চা, শারীরচর্চা ইত্যাদি বিষয়গুলির গুরুত্বের কথাও তিনি স্বীকার করেছেন একই সঙ্গে।

শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর গান্ধিজি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষানীতির ভিত্তি গড়ে উঠেছে এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির ওপর। গান্ধিজি বলেছেন, আমি চাই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর হাতের নিপুণতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং আত্মিক শক্তির বিকাশ। উৎপাদন কেন্দ্রিক পদ্ধতিই তথ্যাদির ব্যাবহারিক সার্থকতাকে চিনিয়ে দেয়। কিন্তু শুধুমাত্র উৎপাদন বা কর্মকেই যে গান্ধিজি প্রাধান্য দিয়েছেন এমন নয়, সেই কারণে অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্যে জ্ঞানানুশীলনের কথাও তিনি বলেছেন।

শিক্ষক ঃ গান্ধিজির শিক্ষাভাবনায় শিক্ষকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। বিভিন্ন আচরণ ও কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কাজে সহযোগিতা করার প্রধান দায়িত্বটি অর্পিত হয়েছে শিক্ষকের হাতে। সেই কারণে এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পরিচালনায় শক্তি ও সামর্থ্য সম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার কথা গান্ধিজি বলেছেন।

পরিশেষে বলা দরকার, গান্ধিজি পরিকল্পিত শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল সক্রিয়তাভিত্তিক তথা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা। তিনি চেয়েছিলেন বাস্তবতার সঙ্গে শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগ। লক্ষণীয়, তাঁর এই শিক্ষানীতির মূলে গুরুত্ব পেয়েছে সমাজ-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের নির্দেশ, যা ব্যক্তিকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করে স্বাচ্ছন্দ্যে। তাঁর এই শিক্ষাভাবনায় সমন্বিত হয়েছে ভাববাদ, প্রকৃতিবাদের সঙ্গে প্রয়োগবাদের তত্ত্ব। গান্ধিজির শিক্ষাদর্শ আধুনিক শিক্ষায় প্রভাব সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যুগ-পরিবেশের জটিলতা ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে তাঁর শিক্ষানীতি ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়নি।

Scanned with CamScanner

Q. Discuss about Aurovinda's Educational ideas.
(শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাভাবনার পরিচয় দিন।)

Ans. শ্রীঅরবিন্দ 'দিব্যজীবন'-এ উত্তরণের চেষ্টাকেই মানবজীবনের ধর্ম বলে মনে করেছেন। অভ্যন্তরীণ জীবন ও বাহ্যিক জীবনের মধ্যে যে সত্য বিরাজ করছে, তাকে উপলব্ধির চেষ্টার মধ্যেই তিনি খুঁজে পান মানবজীবনের আসল সার্থকতা। শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন, বিশ্বের বহু বৈচিত্র্য হল এক বিরাট ঐকিক চেতনারই টুকরো টুকরো অংশ। যোগসাধনার দ্বারা মানুষ এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে এবং সত্যের সংস্পর্শে আসতে পারে। এই যোগসাধনা কোনোও সন্ন্যাসীর কঠোর যোগসাধনা নয়—এই যোগানুশীলনে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের রয়েছে সমান অধিকার বা সুযোগ, শুধুমাত্র দিব্যজীবনের দিকে অভ্যন্তরীণ তথা আত্মিক তাগিদটুকু থাকা দরকার। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, "One who chooses the Divine is chosen by the Divine." তাঁর কাছে ব্রহ্মচর্যই হল মানুষের সমস্ত জীবনীশক্তি, তেজ ও তাপের উৎস। যোগ অভ্যাস এবং ব্রহ্মচর্যের অনুশীলনই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় উন্নত জীবন-ঐশ্বর্যের দিকে—সেখানে বিরাজ করে চূড়ান্ত আনন্দঘন জীবন-পরিসর। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাভাবনাটি এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

Scanned with CamScanner

শিক্ষার লক্ষ্য ঃ শ্রীঅরবিন্দের মতে, মানুষ তথা মানবসমাজকে দিব্যজীবন লাভের জন্য প্রস্তুত করাই হল শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। তাঁর কাছে শিক্ষার লক্ষ্য হল মানবাত্মার অগ্রগতিতে সহায়তা করা। আধ্যাত্মিক এবং অতিমানবিক উত্তরণের দিকেই শিক্ষার গতিমুখ নির্দিষ্ট থাকা উচিত।

শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ প্রথমেই যেটি ভাবতেন, তা হল—"কেউ কাউকে শেখাতে পারবে না।" (The first principle of the teaching is that nothing can be taught.)।" সেই কারণেই শিক্ষার্থীর মনের বিকাশের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ, সামর্থ্য প্রভৃতির প্রতি লক্ষ রেখেই সম্পন্ন হবে শিক্ষাদানের কাজ।

শিক্ষক ঃ শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাভাবনায় শিক্ষক জ্ঞানদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন না, তিনি শিক্ষার্থীকে পথপ্রদর্শন এবং সহযোগিতা করেন মাত্র। শিক্ষকের কর্তব্য হল, শিক্ষার্থীর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তাকে আবিষ্কার করা এবং সেই শক্তি বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—"The teacher is not an instructor or task master, he is a helper and guide. His business is to suggest and not to impose....."

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা ঃ শৃঙ্খলা বিষয়ে ঋষি অরবিন্দের বক্তব্য হল, শিক্ষক নিজে শৃঙ্খলাপরায়ণ হবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। শ্রীঅরবিন্দ শৃঙ্খলাকে তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। তাঁর মতে স্বাধীনতাই হল প্রকৃত শৃঙ্খলা। এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য তিনি দেখেননি। শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন, শৃঙ্খলাকে উপলব্ধি করা গেলে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সম্ভব।

শারীরশিক্ষা ঃ সুস্থ দেহই সুস্থ মনের বাসস্থান। সুস্থ শরীরেই জীবনের ধর্মপালন সম্ভব। শারীরিক বিকাশকে উপেক্ষা করে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। শ্রীঅরবিন্দ সেই কারণেই শারীরশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ও যোগ শিক্ষার কথা বলেছেন।

পাঠ্যক্রম ঃ অরবিন্দের পাঠ্যক্রমে কতকগুলি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে, যেমন—

(1) মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয় অনুশীলন।
(2) বৌদ্ধিক বিষয়।
(3) শারীরশিক্ষা তথা স্বাস্থ্যশিক্ষা।
(4) সাংস্কৃতিক কাজকর্ম যেমন—চিত্রাঙ্কন, সংগীত ও নাটক ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(5) বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ এবং

(6) আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার শিক্ষা।

পণ্ডিচেরির আশ্রমিক বিদ্যালয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শিক্ষাভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। সেখানে সমাজোপযোগী গতিশীল শিক্ষায় গড়তে চেয়েছিলেন প্রাণ-মন-শরীর-আত্মার শক্তি সমৃদ্ধি। জোর দিয়েছিলেন জ্ঞানের অখণ্ডতায়, মানুষের ঐক্যে এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক মঞ্চে জাতির উত্থানে। শ্রীঅরবিন্দের এই শিক্ষাচিন্তা দেশের শিক্ষাভাবনায় নানান ভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে। জাতির অখণ্ডতা, মূল্যবোধ, সৌwাতৃত্ব ইত্যাদি সৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শন ভীষণভাবেই প্রাসঙ্গিক।

Scanned with CamScanner